দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... OCT 1[illegible] 2006 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

৬০

জাবিতে আসন্ন ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা ॥ শিক্ষক অসন্তোষ

জাবি সংবাদদাতা ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষের আসন্ন ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আগামী ১৯ নবেম্বর ভর্তি পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনবিরোধী শিক্ষকদের একটি বড় অংশ বর্তমান প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতা ও ভর্তি জালিয়াতির পৃষ্ঠপোষকতার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ এক লিখিত বিবৃতিতে এই প্রশাসনের আমলে সংঘটিত সকল ভর্তি জালিয়াতির ঘটনার নিরপেক্ষ, প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার পরই ভর্তি কার্যক্রম শুরুর দাবি জানিয়েছে। নয় তো ভর্তি পরীক্ষায় অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া বর্তমান প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার '৭৩-র অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে শিক্ষক নিয়োগ করেছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে দু'জন ছাত্রের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির সঙ্গে ঐ বিভাগের শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সম্পৃক্ততা স্পষ্ট হওয়ার পরেও প্রশাসনের নির্লিপ্ততা এটাই প্রমাণ করে প্রশাসন জালিয়াতির পৃষ্ঠপোষকতা করছে। সেই সঙ্গে ঐ বিভাগে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভাগের যাচাই-বাছাই ছাড়া তড়িঘড়ি করে সাক্ষাতকারের আয়োজন

প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারের অভিযোগ

উপাচার্যের স্বেচ্ছাচারিতা বলে বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। '৭৩-র বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে যোগ্য শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আমীন মুহাম্মদ আলীকে বিভাগের সভাপতি নিয়োগ করা হয়েছে। অর্থনীতি বিভাগে গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় অযোগ্য এব ছাত্রকে জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি করা হয়েছে উপাচার্যের সঙ্গে মতবিরোধ থাকায় ঐ বিভাগের এব শিক্ষকের বিরুদ্ধে তার এক আত্মীয়ের ভর্তিতে অনিয়মে অভিযোগ তুলে প্রশাসন তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রকৃ স্বেচ্ছাচারিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গণতান্ত্রিক পরিষদে পক্ষে ৬৪ শিক্ষক স্বাক্ষরিত এই বক্তব্যে আরও বলা হয় বর্তমান প্রশাসন একদিকে ভর্তি জালিয়াত চক্রকে আশ্র দিচ্ছে, অপরদিকে জালিয়াতের বিরুদ্ধে সোচ্চা শিক্ষকদের হয়রানি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তুলছে। এ প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক শিক্ষ পরিষদের নেতা অধ্যাপক আবু সাঈদ খান জনকণ্ঠকে বলেন, আমরা আশঙ্কা করছি বর্তমান প্রশাসনের আমলে এসব ভর্তি জালিয়াতির সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার না হলে ভর্তি পরীক্ষায় অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। প্রশাসনে হয়রানির শিকার শিক্ষকরা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে দেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীব হুমকির মুখে পড়বে।